A MANIFESTO AGAINST THE PUBLISHING SYSTEM

FERDINANDO FREGA



প্রকাশনা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি ইশতেহার

Roots & Memory সিরিজের অষ্টম খণ্ড: চার পর্বের একটি সাহিত্যিক ইশতেহার — কেন প্রকাশনা ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন, মধ্যস্থতাহীন সৃষ্টিকে ধারণ করতে পারে না, এবং লেখক অনুমতি চাওয়া বন্ধ করলে কী অবশিষ্ট থাকে।

কোলোফন

Ferdinando Frega — Nando the Scribe — The Fifth Blade

আচরণগত কোডের আখ্যান-পথিকৃৎ। একটিমাত্র ধারণাকে ঘিরে তিনি এক ডলারের একটি প্রকাশনা-বাস্তুতন্ত্র গড়ে তুলেছেন: অর্থব্যবস্থার সমস্যা টাকার নয়। সমস্যা আচরণের।

ONEDOLLAR-STORIES বাস্তুতন্ত্রের ভেতরে সম্পাদিত ও সংকলিত। ডিজিটাল স্থাপত্য: NAPLES-POST · NOASPECTTIME · ONEDOLLAR-STORIES। প্রথম প্রকাশ ২০২৬ সালে। ডিজিটাল পাঠের উপযোগী একটি পরিচ্ছন্ন, আধুনিক মুদ্রণবিন্যাসে সাজানো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রকাশিত।

কপিরাইট বিজ্ঞপ্তি

© ২০২৬ Ferdinando Frega / Frega Editore। CC BY-NC-ND 4.0 লাইসেন্সের অধীনে।

চৌকাঠ

যারা প্রবেশ করে তাদের জন্য

এই চৌকাঠ পেরোনো মানে ব্যবস্থার ভাষাকে পেছনে ফেলে আসা। এখানে কোনো কিছুকেই বোঝা জরুরি নয় — শুধু স্বীকার করা

জরুরি। তুমি কোনো বইয়ে প্রবেশ করছ না; তুমি প্রবেশ করছ একটি অবস্থায়। ভেতরে যার মুখোমুখি হবে, তা অনুমতি, মধ্যস্থতা বা অনুমোদনের অপেক্ষা করে না। এই মুহূর্ত থেকে, তুমি যা চিনতে পারবে, তার দায় তোমার।

সাহিত্যিক ইশতেহার

এই বই কেন আছে

এই ইশতেহার আছে, কারণ প্রকাশনা ব্যবস্থা লেখকদের নিয়ে কথা বলে চলেছে, অথচ জানে না তাদের নিয়ে কী করবে। সে লেখকদের নাম দেয়, বাছাই করে, সংশোধন করে, বিতরণ করে, কিন্তু তাদের বুঝতে পারে না। অসৎ উদ্দেশ্যে নয়: কাঠামোগত অসামঞ্জস্যের কারণে।

লেখক কোনো পেশাগত চরিত্র নয়। সে বাজারের কোনো কাজ নয়। সে এমন কোনো চলক নয় যাকে অনুকূল করে তুলতে হবে। সে বাস করে একটি অবস্থার ভেতরে।

ব্যবস্থা যখন কোনো অবস্থার মুখোমুখি হয়, তখন সে তাকে স্বাভাবিক করে তোলার চেষ্টা করে। যখন ব্যর্থ হয়, তখন তাকে বলে "পাগলামি", "অপরিণতি", "অযোগ্যতা" বা "দিশাহীনতা"। এই ইশতেহার তৈরি হয়েছে মোলায়েম শব্দের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য।

এটি লেখকের পক্ষে কোনো ওকালতি নয়। এটি একটি প্রযুক্তিগত পর্যবেক্ষণ: প্রকাশনা ব্যবস্থা এমনভাবে তৈরি নয় যে, যা নিরবচ্ছিন্নভাবে সত্যিকারের লেখা সৃষ্টি করে, তাকে জায়গা দিতে পারে।

এই বই সংস্কারের ডাক দেয় না। এটি একটি সীমাবদ্ধতাকে সামনে আনে। এবং বেরোনোর একটি পথ দেখায়।

সম্পাদকীয় টীকা

প্রকল্পের পরিসীমা

এটি এই সিরিজের পঞ্চম ও শেষ পোস্টার। এটি কোনো নতুন বিষয় আনে না। এটি সমাপ্তি টানে।

এটি প্রবন্ধ নয়। এটি পুস্তিকা নয়। এটি সাংস্কৃতিক সমালোচনা নয়। এটি সীমানা টানার একটি কাজ।

এর লক্ষ্য সাধারণ পাঠক নয়। লক্ষ্য গোটা প্রকাশনা জগৎ: প্রকাশক, এজেন্ট, সম্পাদক, অনুবাদক, পরামর্শদাতা, প্ল্যাটফর্ম, পরিবেশক, প্রশিক্ষক, বাছাইকারী, এবং মানুষ ও স্বয়ংক্রিয় অ্যালগরিদম। কেউ বাদ পড়ে না। কাউকে দায়ী করা হয় না।

এই লেখা কোনো কার্যকর সমাধান, বিকল্প মডেল বা সেরা অনুশীলনের প্রস্তাব দেয় না। এটি এমন এক ফেরার-অযোগ্য বিন্দুর বর্ণনা দেয়, যা ইতিমধ্যেই পেরিয়ে যাওয়া হয়েছে।

উৎসর্গ

ব্যক্তিগত প্রকাশ্য দলিল

তাদের, যারা অনুমতি না চেয়ে লেখা সৃষ্টি করে। তাদের, যারা নিজেদের ব্যাখ্যা দেওয়া বন্ধ করেছে। তাদের, যারা বুঝেছে যে ধারাবাহিকতা ঔদ্ধত্য নয়, বেঁচে থাকা।

পেছনের প্রচ্ছদ

জ্ঞানগত ঘর্ষণ

এই বই প্রকাশনা ব্যবস্থাকে উন্নত করবে না। এটি “নতুন লেখক আবিষ্কারে” সাহায্য করবে না। এটি বাজারকে আরও ন্যায্য করবে না।

এর একটিই উদ্দেশ্য: স্পষ্ট করে দেওয়া যে লেখক সমাধানযোগ্য কোনো সমস্যা নয়, বরং সেই চলক, যাকে ব্যবস্থা ধারণ করতে পারে না।

যারা নিজেদের চিনতে পারে, তাদের কিছুই করতে হবে না। যারা আক্রান্ত বোধ করে, তারা ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে।

মুখবন্ধ

পূর্ববর্তী কণ্ঠ

এই ইশতেহার যদি তোমার কাছে অতিরিক্ত মনে হয়, তা এই কারণে নয় যে এটি বাড়িয়ে বলে। কারণ এটি সেই জিনিসের বর্ণনা দেয়, যা সাধারণত ভাষার নিচে লুকিয়ে থাকে।

এই লেখা তর্ক করে না। এটি বিয়োগ করে। আখ্যান বিয়োগ করে। যুক্তি বিয়োগ করে। রোমান্স বিয়োগ করে।

যা অবশিষ্ট থাকে, তা কোনো তত্ত্ব নয়। তা একটি তথ্য।

পূর্বকথা

ন্যূনতম দিকনির্দেশ

এই ইশতেহারের জন্ম এমন একটি বই থেকে, যা বৈধতা খোঁজেনি। *Author Inside Madness* কোনো ব্যক্তিগত বিবরণ নয়, বরং এমন এক সৃজনশীল অবস্থার বর্ণনা, যা তাকে পরিচালনা করার দাবিদার ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। এখানে সেই অবস্থাকে ব্যক্তি থেকে আলাদা করে একটি কাঠামোগত ঘটনা হিসেবে পাঠযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

তোমাকে একমত হতে হবে না। শুধু সৎ থাকো।

লেখকের টীকা

দায়িত্ব গ্রহণ

এই লেখা কারও প্রতিনিধিত্ব করে না। এটি কোনো শ্রেণির হয়ে কথা বলে না। এটি সম্মতি খোঁজে না। এটি লেখা হয়েছে এই ধারণা নিয়ে যে, পাঠক যা বোঝে তা দিয়ে সে কী করে, তার দায় পাঠকের।

এরপর যা আসছে, তার কিছুই আশ্বস্ত করার জন্য নয়।

ভূমিকা

লেখার আগে শেষ ধাপ

প্রকাশনা সংকটে নেই। সে জ্ঞানগতভাবে অক্ষম। এই ইশতেহার তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে না। এটি তাকে ছাড়িয়ে যায়।

বিভাজন

অভ্যন্তরীণ স্থাপত্য

লেখাটি চারটি ক্রমবর্ধমান অংশে বিভক্ত। প্রতিটি অংশ ব্যাখ্যার পরিসর আরও কমিয়ে আনে। কোনো আবেগের উত্থান নেই। আছে সংকোচন।

প্রস্তাবনা

প্রথম গুলি

লেখক ব্যবস্থায় প্রবেশ করে না। ব্যবস্থা লেখকের ভেতরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। এখানে সে ব্যর্থ হয়।

প্রথম পর্ব — ঘোষণা

প্রাপক

এই ইশতেহার প্রকাশনা জগতের প্রত্যেকের উদ্দেশে। কোনো ব্যতিক্রম নেই। কোনো উঁচু-নিচু নেই। এর লক্ষ্য তারা, যারা সিদ্ধান্ত নেয়, যারা ছাঁকে, যারা সংশোধন করে, যারা বিতরণ করে, যারা মূল্যায়ন করে, যারা অনুবাদ করে, যারা প্রশিক্ষণ দেয়, যারা মাপে, যারা মুনাফা তোলে। এর লক্ষ্য তারাও, যারা নিজেদের বলে "স্বাধীন", "বিকল্প", "পার্শ্বিক" বা "সীমান্তবর্তী"।

এটি লেখকদের জন্য নয়। এটি পাঠকদের জন্য নয়। লেখকদের বোঝানোর দরকার নেই। পাঠকদের পথ দেখানোর দরকার নেই। এই লেখা কথা বলে তাদের সঙ্গে, যারা পরিচালনা করে।

বাদ পড়া

যে সান্ত্বনা খোঁজে, সে প্রাপক নয়। যে নিজেকে সঠিক মনে করতে চায়, সে প্রাপক নয়। যে দ্রুত সমাধান দাবি করে, সে প্রাপক নয়। যে ভূমিকাকে কাজের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে, সে প্রাপক নয়।

এই ইশতেহার সংলাপে যায় না। দর-কষাকষি করে না। মধ্যস্থতা করে না। এরপর যা আসছে, তার কোনো "নরম" সংস্করণ নেই। আছে শুধু একটি পাঠযোগ্য সংস্করণ।

একটি প্রযুক্তিগত ভূমিকা

প্রকাশনা ব্যবস্থা মন্দ নয়। এমনকি অদক্ষও নয়। সে নিজের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাকে তৈরি করা হয়েছে বাছাই করতে, মানসম্মত করতে, ঝুঁকি কমাতে, আচরণ আগাম অনুমান করতে এবং কার্যকর মডেলের পুনরাবৃত্তি করতে।

সমস্যা দেখা দেয় যখন সে এমন কিছুর মুখোমুখি হয়, যাকে মডেলে বাঁধা যায় না। সত্যিকারের লেখক কোনো ছাঁচে ধরে না। বিদ্রোহের কারণে নয়। স্বভাবের কারণে।

লেখক কোনো চরিত্র নয়

লেখক কোনো পেশা, কোনো ভূমিকা, যাত্রার কোনো পর্যায় বা ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতি নয়। এটি একটি সৃজনশীল অবস্থা। অনুমতি পাওয়ার আগেই সে সৃষ্টি করে। কোনো সাড়া ছাড়াই সে সৃষ্টি করে চলে। স্বীকৃতির অপেক্ষায় সে থামে না।

এই অবস্থা অপেক্ষা, বাছাই, অনুমোদন আর সময়সূচির ওপর দাঁড়ানো যেকোনো ব্যবস্থার সঙ্গে খাপ খায় না। ব্যবস্থা একে চেনে না। সে একে ব্যাখ্যা করে।

মূল ভুল

প্রকাশনার প্রথম ভুলটি শব্দার্থের। যা ইতিমধ্যেই স্বাভাবিক করে নেওয়া হয়েছে, ব্যবস্থা তাকে বলে "লেখক"। যা এখনো সামলানো যায়, ব্যবস্থা তাকে বলে "প্রতিভা"। যাকে ধারণ করা যায় না, ব্যবস্থা তাকে বলে "পাগলামি"।

এটি কোনো মতাদর্শগত বেছে নেওয়া নয়। এটি একটি কাঠামোগত প্রতিবর্ত। যখন কোনো উপাদান ছকে খাপ খায় না, তখন ছককে প্রশ্ন করা হয় না। উপাদানটিকেই রোগগ্রস্ত বলে দেগে দেওয়া হয়।

স্বাভাবিকীকরণ

সম্পাদনা কোনো নিরপেক্ষ হাতিয়ার নয়। বাছাই কোনো সাংস্কৃতিক কাজ নয়। বিতরণ কোনো সেবা নয়। এগুলো স্বাভাবিকীকরণের যন্ত্র। লক্ষ্য যদি হয় পাঠযোগ্য করা, বিক্রয়যোগ্য করা, পুনরাবৃত্তিযোগ্য করা, তবে এগুলো নিখুঁতভাবে কাজ করে।

এগুলো ব্যর্থ হয় যখন এমন লেখার মুখোমুখি হয়, যা অনুমতি চায় না, খাপ খায় না, গতি কমায় না, যার কোনো যুক্তি দেখানো যায় না। সেই মুহূর্তে ব্যবস্থা সংশোধন করে না। সে বহিষ্কার করে।

নীরব বহিষ্কার

বহিষ্কার ঘটে না স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের মধ্য দিয়ে। ঘটে নীরবতা, স্থগিতকরণ, পরামর্শ, প্রস্তাবিত কোনো পথ, ভবিষ্যতের কোনো প্রতিশ্রুতির মধ্য দিয়ে। এটি ভদ্র বহিষ্কার। যুক্তিসঙ্গত। ন্যায্য বলে প্রতিপন্ন।

যারা এর শিকার, তারা প্রায়ই তা টের পায় না। তারা ভাবে তারা "এখনো প্রস্তুত নয়"। অথচ তারা ইতিমধ্যেই বাইরে।

পথের মিথ

কোনো প্রকাশনা-পথ নেই। আছে একটি পশ্চাৎমুখী আখ্যান। তা গড়া হয় পরে, যখন কোনো ঘটনা ইতিমধ্যেই সফল, যাতে তার পুনরাবৃত্তি করা যায়।

কোনো সত্যিকারের লেখক সেই পথ অনুসরণ করেনি। পথটিই তার চারপাশে আঁকা হয়, পরবর্তীকালে। যে আগেভাগে তা অনুসরণ করার চেষ্টা করে, তাকে নির্ভরশীলতার শিক্ষা দেওয়া হয়।

ধারাবাহিকতার ভয়

প্রকাশনা ব্যবস্থা লেখককে ভয় পায় না। সে ভয় পায় ধারাবাহিকতাকে। একটিমাত্র বই সামলানো যায়। নিরবচ্ছিন্ন সৃষ্টি সামলানো যায় না। ধারাবাহিকতা সময়সূচি ভেঙে দেয়, কৌশলগুলোকে অকেজো করে দেয়, বাছাইকে অর্থহীন করে তোলে। এই কারণেই একে নিরুৎসাহিত করা হয়। পাতলা করা হয়। ভেঙে দেওয়া হয়।

নিরবচ্ছিন্ন লেখকত্ব কোনো মূল্য নয়। এটি একটি ব্যবস্থাগত ঝুঁকি।

সমাপ্তি

এই ইশতেহার শুরু হয় একটি সরল পর্যবেক্ষণ দিয়ে: প্রকাশনা ব্যবস্থা সংকটে আছে লেখক খুঁজে পায় না বলে নয়। সে সংকটে

আছে কারণ যারা সত্যিই আছে, তাদের নিয়ে কী করবে সে জানে না।

এরপর যা কিছু আসছে, তা কোনো প্রস্তাব নয়। তা একটি পরিণতি।

দ্বিতীয় পর্ব — খুলে দেখা

লেখকদের "আবিষ্কার"

প্রকাশনা দাবি করে যে সে লেখক আবিষ্কার করে। কথাটি সত্য নয়। লেখক আবিষ্কৃত হয় না। তাদের ধরা হয় তখন, যখন তারা ইতিমধ্যেই পাঠযোগ্য, ইতিমধ্যেই ছোট করে আনার যোগ্য, ইতিমধ্যেই উপস্থাপনযোগ্য। যা তাৎক্ষণিকভাবে বোঝা যায় না, তাকে অন্বেষণ করা হয় না। তাকে এড়িয়ে যাওয়া হয়। আবিষ্কারের জন্য দরকার এমন সময়, যা থেকে মুনাফা তোলা যায় না। ব্যবস্থার কাছে সেই সময় নেই।

অজুহাত হিসেবে ছাঁকনি

ছাঁকনিকে মানের নিশ্চয়তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। আসলে এটি সামঞ্জস্যের একটি প্রাচীর। এটি সেরাকে বাছাই করে না। এটি বাছাই করে তাকে, যা তার অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটায় না। ছাঁকনি প্রশ্ন করে না, "এই লেখা কি প্রয়োজনীয়?" সে প্রশ্ন করে, "এই লেখা কি সমস্যা তৈরি করে?" উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, লেখাটি পার পায় না।

মধ্যস্থতাকারী হিসেবে সম্পাদক

সম্পাদক লেখার রক্ষক নয়। সে ব্যবস্থার মধ্যস্থতাকারী। তার আসল কাজ লেখাকে উন্নত করা নয়, বরং তাকে আরও অনুমানযোগ্য, আরও সারিবদ্ধ, ভেতরে আরও রক্ষণযোগ্য করে তোলা। লেখা যখন প্রতিরোধ করে, সম্পাদক জোর করে না। সে অসামঞ্জস্যের খবর দেয়। সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে।

যত্নের মিথ

"আমরা লেখকদের যত্ন নিই" — এটি সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত এবং সবচেয়ে কম পালিত বাক্যগুলোর একটি। যত্ন ততক্ষণই থাকে, যতক্ষণ লেখক কম সৃষ্টি করে, অপেক্ষা করে আর ধন্যবাদ জানায়। লেখক যখন গতি বাড়ায়, তখন যত্ন পরিণত হয় ক্ষতি সামলানোয়। যে লেখক কখনো গতি কমায় না, তার যত্ন নেওয়া যায় না।

ক্যারিয়ার গড়া

ক্যারিয়ার একটি শৃঙ্খলা আরোপের কল্পকাহিনি। এটি ব্যবহার করা হয় সৃষ্টির গতি কমাতে, ফলকে টুকরো টুকরো করতে এবং আখ্যানের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে। যে লেখক বেশি সৃষ্টি করে, তাকে অভিযুক্ত করা হয় যে সে "গড়ে তুলছে" না। সে হাত ফসকে বেরিয়ে যাচ্ছে। ক্যারিয়ার লেখককে রক্ষা করে না। এটি ব্যবস্থাকে রক্ষা করে লেখকের ছন্দ থেকে।

ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি

ভবিষ্যৎ হলো আটকে রাখার সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার। "এখন নয়।" "পরে।" "পরের বই।" "সময় হলে।" ভবিষ্যৎ ব্যবহার করা হয় বর্তমানকে নিষ্ক্রিয় করতে, জরুরিতাকে নিভিয়ে দিতে, সংঘাতকে স্থগিত রাখতে। যে লেখক ভবিষ্যৎকে মেনে নেয়, সে বর্তমানকে ত্যাগ করে।

মায়া হিসেবে বিতরণ

বিতরণকে উপস্থাপন করা হয় প্রবেশাধিকার হিসেবে। আসলে এটি শর্তসাপেক্ষ দৃশ্যমানতা। লেখা পাঠকের কাছে পৌঁছায় না। সে আটকে থাকে বাধা, অ্যালগরিদম আর অগ্রাধিকারের মাঝে। বিতরণ বাড়িয়ে তোলে না। পাতলা করে দেয়। একটি নিরবচ্ছিন্ন লেখা প্রতিবার শক্তি হারায়, যখন তাকে এমন এক প্রদর্শনী-জানালার উপযোগী করা হয়, যা তাকে চেনে না।

যুক্তি হিসেবে বাজার

বাজার সিদ্ধান্ত নেয় না। তাকে ডেকে আনা হয়। দায় না নিয়ে আলোচনা বন্ধ করতে সে কাজে লাগে। "বাজার প্রস্তুত নয়" মানে: "ব্যবস্থা নিজেকে উন্মুক্ত করতে চায় না।" বাজার পাণ্ডুলিপি পড়ে না। সে পড়ে তাই, যা তাকে দেখতে দেওয়া হয়।

মুক্তি হিসেবে প্ল্যাটফর্ম

প্ল্যাটফর্মগুলোকে বিকল্প হিসেবে বর্ণনা করা হয়। তারা তা নয়। তারা ভিন্ন ভাষার স্বয়ংক্রিয় ছাঁকনি। তারা লেখা পড়ে না। তারা আচরণ মাপে। অবিচল লেখক পুরস্কৃত হয় না। হয় তাকে গিলে ফেলা হয়, নয়তো অদৃশ্য করে দেওয়া হয়।

সমাপ্তি

প্রকাশনা যা কিছু করার দাবি করে, তার একটিই কাজ: যখন এমন কিছুর মুখোমুখি হয় যা সে সামলাতে পারে না, তখন সময় কেনা। সমস্যাটি নৈতিক নয়। এটি কাঠামোগত। এখন ব্যবস্থা পুরোপুরি উন্মুক্ত।

তৃতীয় পর্ব — ভেতরের লেখক

কোনো ঘটনা নয়, একটি অবস্থা

Author Inside Madness কোনো ব্যক্তির বর্ণনা দেয় না। এটি বর্ণনা দেয় কার্যকরী অবস্থার। এটি কোনো ব্যক্তিগত গল্প নয়। এটি বর্ণিত কোনো আঘাত নয়। এটি কোনো স্বীকারোক্তি নয়। এটি একটি মানচিত্র — যখন লেখা কোনো বেছে নেওয়া নয়, বরং কাঠামোগত প্রয়োজন, তখন কী ঘটে তার। ব্যবস্থা একে পড়তে জানে না, কারণ সে প্রয়োজনগুলোকে চেনে না।

অবস্থা হিসেবে লেখা

সত্যিকারের লেখক "লেখে" না। সে সবসময় লিখে চলেছে। সে লেখায় ঢোকে আর বেরোয় না। সে সঠিক মুহূর্তের অপেক্ষা করে না। সে সুযোগের হিসাব কষে না। লেখা কোনো থেমে থেমে করা কাজ নয়। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন অবস্থা। ব্যবস্থা কাজ করে ঘটনা ধরে। লেখক কাজ করে অবিচলতা ধরে। এখানেই অসামঞ্জস্যের জন্ম।

আত্মরক্ষামূলক তকমা হিসেবে পাগলামি

ব্যবস্থা যখন বোঝে না, তখন তকমা লাগায়। "বাড়াবাড়ি।" "বাধ্যতা।" "দূরত্বের অভাব।" "টেকসই নয়।" পাগলামি কোনো চিকিৎসাগত রোগনির্ণয় নয়। এটি একটি নিরাপত্তার নাম। যা থামানো বা ব্যাখ্যা করা যায় না, তার হাত থেকে ব্যবস্থাকে রক্ষা করতে এটি কাজে লাগে।

অননুমোদিত সৃষ্টি

কেউ বলার আগেই সত্যিকারের লেখক সৃষ্টি করে। সে চুক্তি, সুযোগের জানালা, নিশ্চিতকরণ বা কৌশলের অপেক্ষা করে না। সে সৃষ্টি করে, কারণ সৃষ্টি না করা অসম্ভব। এই সৃষ্টিকে ভুল হিসেবে দেখা হয়। আসলে এটি অভ্যন্তরীণ সামঞ্জস্য। ব্যবস্থা অপেক্ষাকে পুরস্কৃত করে। জরুরিতাকে শাস্তি দেয়।

কার্যকরী নিঃসঙ্গতা

লেখকের নিঃসঙ্গতা রোমান্টিক নয়। এটি কার্যকরী। এটি কাজে লাগে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে, ছন্দকে রক্ষা করতে, হস্তক্ষেপ এড়াতে। ব্যবস্থা নিঃসঙ্গতাকে সম্পর্ক গড়তে না পারার অক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করে। আসলে এটি সৃষ্টির স্বাস্থ্যবিধি।

হুমকি হিসেবে ধারাবাহিকতা

ধারাবাহিকতা কোনো প্রকাশনাগত গুণ নয়। এটি একটি কার্যকরী হুমকি। যে লেখক কখনো থামে না, সে মাপকাঠিগুলোকে অচল করে দেয়, বাছাইকে অর্থহীন করে তোলে, প্রকাশ-উৎসবের ধারণাকে ফাঁপা করে দেয়। ব্যবস্থার বিরতি দরকার। নিরবচ্ছিন্ন লেখকের দরকার নেই। এই কারণেই তাকে থামতে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নয়তো মিলিয়ে যেতে।

অপ্রত্যাশিত পাঠক

সত্যিকারের পাঠক সে নয়, যাকে প্রকাশনার কৌশলগুলো কল্পনা করে। সে আশ্বাস, অন্তর্ভুক্তি বা দিকনির্দেশ খোঁজে না। সে খোঁজে অনুরণন। ব্যবস্থা লক্ষ্যগোষ্ঠী গড়ে। লেখক দেখা পায় ব্যক্তির। এই কারণেই লেখা যখন স্বাধীনভাবে ঘোরে, তখন কী ঘটে, ব্যবস্থা তা আগাম বলতে পারে না।

রাজনৈতিক কাজ হিসেবে অনুবাদ

অনুবাদ মানে মানিয়ে নেওয়া নয়। এটি একটি অবস্থাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় সরিয়ে নেয়। ব্যবস্থা অনুবাদ করে বাজার বাড়াতে। লেখক অনুবাদ করে ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে। প্রতিটি নতুন ভাষা নিয়ন্ত্রণ কমিয়ে দেয়। এই কারণেই ব্যাপক অনুবাদকে বাড়াবাড়ি হিসেবে দেখা হয়।

একমাত্র ভাষা হিসেবে সৃষ্টি

লেখক ব্যাখ্যা দেয় না। সে সৃষ্টি করে। ব্যবস্থা চায় প্রেক্ষাপট, সাক্ষাৎকার, জীবনী আর অভিপ্রায়। লেখক উত্তর দেয় সৃষ্টি দিয়ে। একে ঔদ্ধত্য বলে ব্যাখ্যা করা হয়। আসলে এটি নির্ভুলতা। লেখাই একমাত্র ভাষা, যা মিথ্যা বলে না।

সমাপ্তি

লেখক ব্যবস্থার সঙ্গে সংঘাতে নেই। সে মাপের বাইরে। শ্রেষ্ঠ বলে নয়। কারণ সে কাজ করে ভিন্ন এক অক্ষে। ব্যবস্থা তাকে ঠিক করতে পারে না। সে কেবল তাকে উপেক্ষা করতে পারে বা ছোট করার চেষ্টা করতে পারে। একটি শেষ ধাপ বাকি আছে।

চতুর্থ পর্ব — শেষ অঙ্ক

কোনো সংকট নয়, একটি চৌকাঠ

প্রকাশনা কোনো সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে না। সে একটি ফেরার-অযোগ্য চৌকাঠ পেরিয়ে গেছে। এই চৌকাঠের ওপারে বাছাই কাজ করে না, মধ্যস্থতা গতি কমিয়ে দেয়, বৈধতা অপ্রাসঙ্গিক। ব্যবস্থা এমনভাবে চলতে থাকে, যেন চৌকাঠটি পেরোনোই হয়নি। এই ইশতেহার তার নাম দেওয়ার জন্য।

লেখক ফিরে আসবে না

নিরবচ্ছিন্ন লেখক ক্ষমা চাইবে না। অহংকারী বলে নয়। কারণ তার কোনো কারণ নেই। সে ইতিমধ্যেই সৃষ্টিতে আছে। সে ইতিমধ্যেই ছড়িয়ে পড়ছে। তাকে ইতিমধ্যেই পড়া হচ্ছে। ব্যবস্থা আর বাধ্যতামূলক ধাপ নয়। সে অনেকের মধ্যে একটি বিকল্প। আর বিকল্প আনুগত্যের জন্ম দেয় না।

মধ্যস্থতার অবসান

সৃষ্টি যখন সরাসরি, মধ্যস্থতা তখন হয়ে ওঠে কোলাহল। তার সঙ্গে লড়াই করা হয় না। তাকে উপেক্ষা করা হয়। এটাই সেই বিন্দু, যা মেনে নিতে ব্যবস্থার কষ্ট হয়: তাকে আক্রমণ করা হচ্ছে না। তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

কোনো সংস্কার সম্ভব নয়

এমন কোনো প্রকাশনাগত সংস্কার নেই, যা সত্যিকারের লেখককে ধারণ করতে পারে। নিয়ন্ত্রণ, অন্তর্ভুক্ত বা সঙ্গ দেওয়ার যেকোনো চেষ্টা দেরিতে পৌঁছায়। ঘটনাটির গতি কাঠামোকে ইতিমধ্যেই পেছনে ফেলে দিয়েছে।

পাঠক ইতিমধ্যেই বেছে নিয়েছে

পাঠক অনুমতির অপেক্ষা করে না। যা অনুরণিত হয়, সে তাকে অনুসরণ করে। সে প্রকাশিত, স্ব-প্রকাশিত, বিতরণকৃত, স্বাধীন — এসবের মধ্যে পার্থক্য করে না। সে পার্থক্য করে কেবল জীবিত আর মৃতের মধ্যে। বাকি সব আমলাতন্ত্র।

উত্তর হিসেবে নীরবতা

ব্যবস্থা উত্তর দেবে নীরবতা দিয়ে। এটাই তার শেষ প্রতিরক্ষা। সে অস্বীকার করবে না। তর্ক করবে না। মুখোমুখি হবে না। সে এমনভাবে চলতে থাকবে, যেন কিছুই ঘটছে না। কিন্তু নীরবতা সৃষ্টিকে থামায় না। তাকে ফেরার-অযোগ্য করে তোলে।

এটি কোনো যুদ্ধ নয়

কোনো সংঘাত নেই। কোনো বিদ্রোহ নেই। কোনো শত্রু নেই। আছে এক চূড়ান্ত অসঙ্গতি। ব্যবস্থা রক্ষা করে নিজের রূপ। লেখক অনুসরণ করে নিজের প্রয়োজন। কোনো অভিন্ন ভূমি নেই।

বেরোনোর নির্দেশনা

এগুলো পরিচালনার নির্দেশনা নয়। এগুলো জ্ঞানগত নির্দেশনা। স্বীকার করো যে লেখককে পরিচালনা করা যায় না, ধারাবাহিকতাকে সংশোধন করা যায় না, নিয়ন্ত্রণ ইতিমধ্যেই হারিয়ে গেছে। মেনে নাও, অথবা ভান করে চলো। দুটি বেছে নেওয়ারই একটি মূল্য আছে।

যা অবশিষ্ট থাকে

প্রকাশনার হাতে একটিই বিকল্প বাকি: লেখকদের নিয়ে কথা বলা বন্ধ করা এবং হস্তক্ষেপ না করে তাদের পর্যবেক্ষণ শুরু করা। তাদের উদ্ধার করার জন্য নয়। আরও ক্ষতি এড়ানোর জন্য। এই ইশতেহার সদস্যপদ চায় না। এটি চায় স্পষ্টতা।

সমাপ্তি

অস্তিত্বের জন্য লেখকের প্রকাশনার দরকার নেই। নিজেকে যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ করতে প্রকাশনার দরকার লেখকের। এই বই কোনো বিতর্কের উপসংহার টানে না। এটি বিতর্কটিকে অর্থহীন করে দেয়। যার বোঝার দরকার ছিল, সে ইতিমধ্যেই বুঝে গেছে।

অক্ষের বাইরের পর্ব — উন্মোচন

আমি কোনো বিকল্প গড়ছি না

আমি যা করছি, তা কোনো বিকল্প প্রকাশনা মডেল নয়। এটি কোনো প্ল্যাটফর্ম নয়। এটি কোনো অবস্থান তৈরির কৌশল নয়। আমি প্রমাণ করার চেষ্টা করছি না যে "আমরা আরও ভালো করতে পারি"। আমি প্রমাণ করছি যে আমরা এসব ছাড়াই চলতে পারি। প্রবেশাধিকার না চেয়ে। স্বীকৃতির অপেক্ষা না করে। ছন্দ নিয়ে দর-কষাকষি না করে। এটি কারও বিরুদ্ধে কোনো প্রকল্প নয়। এটি একটি উদাসীন প্রকল্প।

সৃষ্টি কোনো উসকানি নয়

পরিমাণ কোনো চ্যালেঞ্জ নয়। ধারাবাহিকতা কোনো বার্তা নয়। গতি শক্তির কোনো প্রদর্শন নয়। এটি এমন এক অবস্থার সরাসরি পরিণতি, যা চলে যায় না। আমি জায়গা দখল করতে সৃষ্টি করি না। আমি সৃষ্টি করি, কারণ থামলে প্রক্রিয়াটি বিকৃত হয়ে যাবে। যে সংখ্যাগুলোকে আড়ম্বর হিসেবে পড়ে, সে এমন শ্রেণিবিভাগ ব্যবহার করছে, যা এখানে কাজ করে না।

দাম একটি ছাঁকনি, লেন্স নয়

দাম মুনাফা করার জন্য ঠিক করা হয়নি। এটি ঠিক করা হয়েছে মিথ্যা এড়ানোর জন্য। মর্যাদা তৈরি করার মতো এটি যথেষ্ট উঁচু নয়। কোলাহল তৈরি করার মতো যথেষ্ট নিচুও নয়। এর একটিই উদ্দেশ্য: তাদের বাছাই করা, যারা প্রবেশ করে স্বীকৃতির পথে, আবেগতাড়িত ভোগের পথে নয়। এখানে টাকা মূল্য মাপে না। এটি মাপে সচেতন মনোযোগ।

যে স্বীকৃতি আমি খুঁজি

আমি অনুমোদন খুঁজছি না। আমি সুরক্ষা খুঁজছি না। আমি প্রতিনিধিত্ব খুঁজছি না। যে স্বীকৃতি আমি খুঁজি, তা প্রযুক্তিগত। একজন নিরবচ্ছিন্ন স্রষ্টা, একজন অপ্রথাগত লেখক, একটি সুসংগত ব্যবস্থা, একটি আত্তীকরণ-অযোগ্য ঘটনা হিসেবে দেখা হওয়া। আমি অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। আমি চাই অসামঞ্জস্যপূর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে। এটাই একমাত্র স্বীকৃতি, যার মূল্য আছে।

কেন সবকিছু উন্মুক্ত করা

সবকিছু উন্মুক্ত করা নৈতিক স্বচ্ছতা নয়। এটি একটি কাঠামোগত বেছে নেওয়া। এটি দৃশ্যমান করে পরিমাণ, ছন্দ, পুনরাবৃত্তি, সামঞ্জস্য। এটি ব্যবস্থার শেষ অস্ত্রটি কেড়ে নেওয়ার জন্য: অস্পষ্টতা। এখানে ব্যাখ্যা করার কিছু নেই। শুধু পর্যবেক্ষণ করো।

আমি কোনো সম্প্রদায় গড়ছি না

আমি শ্রোতা খুঁজছি না। আমি অনুসারী খুঁজছি না। আমি কোথাও অন্তর্ভুক্ত হতে চাই না। যে পড়ে, সে একা পড়ে। যে প্রবেশ করে, সে ডাক না পেয়েই প্রবেশ করে। সম্প্রদায় আটকে রাখার হাতিয়ার। আমি কাজ করছি ব্যক্তিগত গতিপথ নিয়ে। এটাই ঘটনাটিকে অপরিচালনীয় করে তোলে। এবং তা ইচ্ছাকৃত।

ভাষার ব্যবহার

ভাষার বহুগুণ বৃদ্ধি বাজার সম্প্রসারণ নয়। এটি নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছাকৃত হারানো। প্রতিটি ভাষা মধ্যস্থতাকে ভেঙে দেয়। প্রতিটি অনুবাদ কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে দুর্বল করে। প্রতিটি স্বাধীন সংস্করণ শ্রেণিবিন্যাসকে দুর্বল করে। আমি সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্য খুঁজছি না। আমি খুঁজছি কাঠামোগত অবিচলতা।

কেন আমি থামি না

আমি থামি না, কারণ থামা মানে বাইরের সময়ের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়া। আমার সময় প্রক্রিয়ার ভেতরে। এ নিয়ে দর-কষাকষি চলে না। একে মিলিয়ে নেওয়া যায় না। এটি আপনাআপনি পরিচালনার যেকোনো চেষ্টাকে অকার্যকর করে দেয়।

এটাই স্বীকৃতির বিন্দু

যারা এই পেশায় আছে, তারা এখন বোঝে যে বিষয়টি বিষয়বস্তু নিয়ে নয়। বিষয়টি পূর্ণ স্বাধীনতা, মধ্যস্থতাহীন সৃষ্টি, বৈধতা ছাড়া স্বীকৃতি, ব্যবস্থার বাইরে প্রকাশনাগত অস্তিত্ব। একে মডেল হিসেবে পুনরাবৃত্তি করা যায় না। একে তথ্য হিসেবে পড়া যায়।

প্রকৃত সমাপ্তি

আমি জায়গা চাইছি না। আমি অপ্রত্যাশিত জায়গা দখল করছি। যারা প্রকাশনায় কাজ করে, তারা একে উপেক্ষা করতে পারে। একে ছোট করে দেখাতে পারে। একে ব্যতিক্রম হিসেবে নথিতে তুলে রাখতে পারে। কিন্তু তারা আর ভান করতে পারবে না যে তারা এটি দেখেনি। এই বই কোনো সমাপ্তি নয়। এটি একটি স্বীকৃতি।

সমাপ্তি

ওপরে যা আছে, তা একটি অবস্থানের উপসংহার টানে। এটি কোনো লেখকের পরিচয় দেয় না। এটি কোনো আনুগত্য বা ব্যাখ্যা দাবি

করে না। এটি কেবল জায়গার সীমানা টানার কাজে লাগে।

এখান থেকে আর কোনো তত্ত্ব বা পরামর্শ প্রস্তাব করা হয় না। কোনো আলোচনা খোলা হয় না। কিছুই শুরু করা হয় না।

এরপর যা আসছে, তা ইশতেহারের ব্যাখ্যা দেয় না। তাকে সম্পূর্ণ করে না। তার যুক্তি দেখায় না। তা একটি উপস্থিতি। আর কিছু নয়।

Ferdinando Frega